গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্প

নং- ০৩.০৩.২৬৯০.০৯৩.১৮.০০৩.১৮-২১০

তারিখ: ১৬ মাঘ ১৪২৫
২৯ জানুয়ারি ২০১৯

প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ বিজ্ঞপ্তি - ২০১৯

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের আওতায় উচ্চতর শিক্ষায় (পিএইচডি এবং মাস্টার্স) "প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ" প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের নাগরিকগণের নিকট থেকে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

ফেলোশিপে আবেদনকারীগণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ও নির্দেশনা:

১) প্রত্যাশিত ডিগ্রীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিঃশর্ত এডমিশন অফার (পূর্ণকালীন) [Unconditional offer letter (full time)] থাকতে হবে। উক্ত এডমিশন অফারে উল্লিখিত ভর্তির শেষ তারিখ ১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে হতে হবে।

২) বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর র‍্যাঙ্কিং The Times Higher Education World University Rankings 2019 অথবা QS World University Rankings 2019 এর যে কোন একটিতে ১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে হতে হবে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দুইটি র‍্যাঙ্কিং এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল র‍্যাঙ্কিংটি বিবেচনা করা হবে।

৩) আবেদনকারীর নিকট কার্যকর (valid) TOEFL iBT/ IELTS স্কোর থাকতে হবে (আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ পর্যন্ত)। তবে TOEFL iBT স্কোর ৮০/ IELTS স্কোর ৬ এর নিম্নে নম্বর প্রাপ্তগণ আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৪) আবেদনকারীর সর্বোচ্চ বয়সসীমা:

১. পিএইচডি	-	৪৫ বছর
২. মাস্টার্স	-	৪০ বছর

৫) সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রে চাকরিতে প্রবেশের পর বিদেশে কোন মাস্টার্স সম্পন্ন করে থাকলে মাস্টার্স ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৬) বেসরকারি প্রার্থীর ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে বিদেশে কোন মাস্টার্স সম্পন্ন করে থাকলে মাস্টার্স ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৭) পিএইচডি সম্পন্নকৃত প্রার্থীর আবেদনপত্র পিএইচডি/ মাস্টার্স ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবে না।

৮) পিএইচডি কোর্সের জন্য আবেদনকারীকে ন্যূনতম মাস্টার্স ডিগ্রীধারী এবং মাস্টার্স কোর্সের জন্য আবেদনকারীকে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে।

৯) সরকারি/ বেসরকারি/ আন্তর্জাতিক কোন পূর্ণাঙ্গ বৃত্তি/ ফেলোশিপপ্রাপ্ত প্রার্থীগণ এই ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আংশিক বৃত্তি প্রাপ্তগণ আবেদন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

১০) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত/ মনোনীত প্রার্থীগণকে আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্ধারিত সেশনে অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রার্থীর ব্যক্তিগত কোন কারণে নির্ধারিত কোর্সে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হলে মনোনীত প্রার্থীর মনোনয়ন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। একইসাথে উক্ত প্রার্থী ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের আওতায় কোন কোর্সে আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

১১) ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে ন্যূনতম ০২ বছর দেশে কর্মজীবন অতিবাহিত করবেন মর্মে দুই জন সাক্ষীর [সরকারি কর্মচারী (৫ম গ্রেড বা তার উর্ধ্বে) বা স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধির (সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ কাউন্সিলর, পৌরসভার মেয়র, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান)] স্বাক্ষরসহ বিধি মোতাবেক নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে বন্ড প্রদান করবেন যে, তিনি অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরত না আসলে ফেলোশিপ বাবদ গৃহীত সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। উল্লিখিত সাক্ষীগণও এই মর্মে পৃথক বন্ড দাখিল করবেন যে, সংশ্লিষ্ট ফেলো অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে ০২ বছর কর্মজীবন অতিবাহিত না করলে তারা যৌথভাবে ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা সরকারকে প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। উল্লেখ্য, ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরত না আসলে, প্রকল্প দপ্তর ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত অর্থ আদায়ের জন্য Public Demands Recovery Act 1913 বা অন্য কোন প্রযোজ্য আইনে মামলা করতে পারবে।

১২) প্রকল্প দপ্তর, স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কাঙ্ক্ষিত অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরার বিষয়ে এবং অন্যান্য যে কোন বিষয়ে প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে নতুন শর্ত সংযোজন করতে পারবে।

১৩) আবেদনকারী সরকারি কর্মকর্তা হলে চাকরি স্থায়ী হতে হবে এবং চাকরি স্থায়ী হওয়ার প্রমাণক (গেজেট নোটিফিকেশন) দাখিল করতে হবে।

১৪) আবেদনকারী সরকারি কর্মকর্তা হলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফর্মের হার্ড কপির নির্ধারিত স্থানে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সুপারিশ সম্বলিত স্বাক্ষর থাকলেই নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করা হয়েছে মর্মে বিবেচিত হবে।

১৫) প্রাথমিক ভাবে এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দেয়া হবে: Economics, Public Policy, Public Management, Public Administration, Governance, Development Administration, Legal Studies, Peace and Conflict Studies, Environmental Issues, Global Issues, Global Warming, Climate Change, Disaster Management, Power and Energy, Development Economics, Social safety Net, Project Management, Financial Management, Business & Trade, Organizational Leadership, ICT Management, Performance Management, Issues related to Policy Consultancy and Social Policy Analysis, Women and Gender, Water and Maritime, Autism, Refuge and Migration, International Relation, Infrastructure, Health and Nutrition etc.

১৬) আবেদন পদ্ধতি:

১. আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফরম এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে *(আবেদন ফরম গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর ওয়েব সাইট (www.giupmo.gov.bd) থেকে ডাউনলোড করতে হবে। ওয়েব সাইটে আবেদন ফরমের যে* ***MS Word Document (.docx)*** *ফাইল রয়েছে, সেটি একটি সুনির্দিষ্ট ফরম্যাটে*

২৯/১/২০১৯

প্রস্তুত করা হয়েছে। আবেদনকারীর তথ্যাদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে (automatically) প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক সংরক্ষণের জন্য উক্ত ফরম্যাটে আবেদনপত্র পূরণ করা বাধ্যতামূলক। কাজেই ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত ফাইলটিই ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে এবং পূরণের পর আবেদনকারীর পূর্ণ ইংরেজি নাম দিয়ে ফাইলটির নাম পরিবর্তন(rename) করে নিম্নে বর্ণিত প্রযোজ্য ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।)

২. আবেদনকারীকে নিম্নে উল্লিখিত ই-মেইল ঠিকানা বরাবর আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের একটি কপি (সংযুক্ত দলিলাদিসহ) সরাসরি বা ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে। সরাসরি বা ডাকযোগে প্রেরণের ক্ষেত্রে আবেদন খামের উপর প্রার্থিত ফেলোশিপের ধরন (পিএইচডি/ মাস্টার্স) এবং কাঙ্ক্ষিত কোর্সের সেশন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ক) পিএইচডি এর ক্ষেত্রে আবেদন প্রেরণের ই-মেইল ঠিকানা: pmfphd2019@gmail.com
খ) মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে আবেদন প্রেরণের ই-মেইল ঠিকানা: pmfms2019@gmail.com

১৭) ফেলোশিপের আওতায় স্পন্সরকৃত অর্থের সর্বোচ্চ সীমা: চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীর কাঙ্ক্ষিত কোর্স সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ অর্থই প্রয়োজন হোক না কেন, ফেলোশিপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় অর্থের সর্বমোট পরিমাণ মাস্টার্স কোর্সের ক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা এবং পিএইচডি কোর্সের ক্ষেত্রে ২ (দুই) কোটি টাকার অধিক হবেনা। যদি চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীর কোর্সের ব্যয় উল্লিখিত সীমা অতিক্রম করে, সেক্ষেত্রে তাঁকে ফেলোশিপ অফার এই শর্তে গ্রহণ (accept) করতে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রদেয় বাধ্যতামূলক ব্যয় (যেমন টিউশন ফি, বেঞ্চ ফি ইত্যাদি) সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করার পর উক্ত ফেলো'র জীবনধারণ ভাতা (living allowance) সহ অন্যান্য ভাতার পরিমাণ কমিয়ে সর্বোচ্চ আর্থিক সীমার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা হবে।

১৮) অনলাইন ও সরাসরি বা ডাকযোগে আবেদনের শেষ সময়:
ক) ৩১ মার্চ ২০১৯, বাংলাদেশ স্থানীয় সময় বিকেল ০৫.০০ টা।
খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনের সফট কপি (২১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংলগ্নীসমূহ সহ) প্রযোজ্য ই-মেইল ঠিকানায় ও হার্ড কপি (২১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংলগ্নীসমূহ সহ) নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় (১৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত) পৌঁছাতে হবে। উভয় মাধ্যমে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আবেদন না পাওয়া গেলে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৯) ডাকযোগে আবেদনপত্র প্রেরণের ঠিকানা:
প্রকল্প পরিচালক
"টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্প
ও
মহাপরিচালক
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

২০) ফেলোশিপের আওতায় প্রদেয় বিভিন্ন ভাতার হার এবং ফেলোশিপ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর ওয়েবসাইট (www.giupmo.gov.bd) এ রক্ষিত Frequently Asked Questions (FAQ) দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২১) আবেদনপত্রের সাথে নিম্নলিখিত দলিলাদি সংযুক্ত করতে হবেঃ

১. ই-মেইলে আবেদন ফরমের MS Word এবং PDF উভয় ভার্সন সংযুক্ত (attach) করতে হবে। MS Word ভার্সন প্রেরণের ক্ষেত্রে ১৬ (১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে

হবে। পূরণকৃত ফরমটি প্রিন্ট করে নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষরের পর স্ক্যান করে PDF ভার্সন তৈরী করে প্রেরণ করতে হবে।

২. Applicant's suitability for the scholarship, linkage of proposed research/ study with SDG implementation, future prospects of utilizing the knowledge acquired through this study program এবং professional experience উল্লেখ করে ইংরেজিতে অনধিক ১০০০ শব্দে 'Statement of Purpose (SoP)' দাখিল করতে হবে। উক্ত SoP এর কোন অংশেই আবেদনকারীর নাম ব্যবহার করা যাবেনা, তবে বর্তমান ও পূর্ববর্তী পদবি, কর্মস্থল ব্যবহার করা যাবে। [ই-মেইলে MS Word এবং PDF ভার্সন সংযুক্ত (attach) করতে হবে।];

৩. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সপক্ষে প্রমাণক হিসেবে সার্টিফিকেট ও মার্কসিট/ ট্রান্সক্রিপ্ট এর কপি। [ই-মেইলে PDF ভার্সন সংযুক্ত (attach) করতে হবে];

৪. জাতীয় পরিচয় পত্র (National Identity Card-NID) [ই-মেইলে PDF ভার্সন সংযুক্ত (attach) করতে হবে];

৫. TOEFL iBT/ IELTS (Academic) পরীক্ষার ফলাফল এর কপি [ই-মেইলে PDF ভার্সন সংযুক্ত (attach) করতে হবে];

৬. বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিঃশর্ত এডমিশন অফার (পূর্ণকালীন) [Unconditional offer letter (full-time)] [ই-মেইলে PDF ভার্সন সংযুক্ত (attach) করতে হবে];

৭. অভিজ্ঞতার সনদ (শুধুমাত্র বেসরকারি আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে) [ই-মেইলে PDF ভার্সন সংযুক্ত (attach) করতে হবে];

৮. আবেদনকারীর সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি (ই-মেইলে ছবির সফ্ট কপি সংযুক্ত (attach) করতে হবে এবং ডাকযোগে প্রেরিত আবেদনের হার্ডকপির প্রথম পাতার নির্ধারিত স্থানে স্ট্যাপলার পিন দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে।)

২৯/১/২০২৩

(মোঃ আশরাফ উদ্দিন)
প্রকল্প পরিচালক
'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্প
ও
মহাপরিচালক
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ফোন: +৮৮-০২-৫৫০২৯৪৪৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্প

নং- ০৩.০৩.২৬৯০.০৯৩.১৮.০০৩.১৮-২১০

তারিখ: ১৬ মাঘ ১৪২৫ / ২৯ জানুয়ারি ২০১৯

প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ বিজ্ঞপ্তি - ২০১৯

গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের আওতায় উচ্চতর শিক্ষায় (পিএইচডি এবং মাস্টার্স) "প্রধানমন্ত্রী ফেলোশিপ" প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশের নাগরিকগণের নিকট থেকে নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে আবেদনপত্র আহবান করা যাচ্ছে।

ফেলোশিপে আবেদনকারীগণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্তাবলী ও নির্দেশনা:

১) প্রত্যাশিত ডিগ্রীর জন্য বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিঃশর্ত এডমিশন অফার (পূর্ণকালীন) [Unconditional offer letter (full time)] থাকতে হবে। উক্ত এডমিশন অফারে উল্লিখিত ভর্তির শেষ তারিখ ১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে হতে হবে।

২) বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর র‍্যাঙ্কিং The Times Higher Education World University Rankings 2019 অথবা QS World University Rankings 2019 এর যে কোন একটিতে ১ থেকে ৩০০ এর মধ্যে হতে হবে। মূল্যায়নের ক্ষেত্রে দুইটি র‍্যাঙ্কিং এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত ভাল র‍্যাঙ্কিংটি বিবেচনা করা হবে।

৩) আবেদনকারীর নিকট কার্যকর (valid) TOEFL iBT/ IELTS স্কোর থাকতে হবে (আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ পর্যন্ত)। তবে TOEFL iBT স্কোর ৮০/ IELTS স্কোর ৬ এর নিম্নে নম্বর প্রাপ্তগণ আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

৪) আবেদনকারীর সর্বোচ্চ বয়সসীমা:

১. পিএইচডি	-	৪৫ বছর
২. মাস্টার্স	-	৪০ বছর

৫) সরকারি কর্মকর্তার ক্ষেত্রে চাকরিতে প্রবেশের পর বিদেশে কোন মাস্টার্স সম্পন্ন করে থাকলে মাস্টার্স ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৬) বেসরকারি প্রার্থীর ক্ষেত্রে ইতোমধ্যে বিদেশে কোন মাস্টার্স সম্পন্ন করে থাকলে মাস্টার্স ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না।

৭) পিএইচডি সম্পন্নকৃত প্রার্থীর আবেদনপত্র পিএইচডি/ মাস্টার্স ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবে না।

৮) পিএইচডি কোর্সের জন্য আবেদনকারীকে ন্যূনতম মাস্টার্স ডিগ্রীধারী এবং মাস্টার্স কোর্সের জন্য আবেদনকারীকে ন্যূনতম স্নাতক ডিগ্রীধারী হতে হবে।

৯) সরকারি/ বেসরকারি/ আন্তর্জাতিক কোন পূর্ণাঙ্গ বৃত্তি/ ফেলোশিপপ্রাপ্ত প্রার্থীগণ এই ফেলোশিপের জন্য বিবেচিত হবেন না। তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আংশিক বৃত্তি প্রাপ্তগণ আবেদন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে ফেলোশিপ নির্বাচন কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

২৯/১/১৯

১০) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত/ মনোনীত প্রার্থীগণকে আবশ্যিকভাবে নির্ধারিত বিশ্ববিদ্যালয় ও নির্ধারিত সেশনে অংশগ্রহণ করতে হবে। প্রার্থীর ব্যক্তিগত কোন কারণে নির্ধারিত কোর্সে অংশগ্রহণে ব্যর্থ হলে মনোনীত প্রার্থীর মনোনয়ন সরাসরি বাতিল বলে গণ্য হবে। একইসাথে উক্ত প্রার্থী ভবিষ্যতে এই প্রকল্পের আওতায় কোন কোর্সে আবেদনের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না।

১১) ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি কাঙ্ক্ষিত অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে ন্যূনতম ০২ বছর দেশে কর্মজীবন অতিবাহিত করবেন মর্মে দুই জন সাক্ষীর [সরকারি কর্মচারী (৫ম গ্রেড বা তার উর্ধ্বে) বা স্থানীয় সরকারের জনপ্রতিনিধির (সিটি কর্পোরেশনের মেয়র/ কাউন্সিলর, পৌরসভার মেয়র, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান)] স্বাক্ষরসহ বিধি মোতাবেক নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পে এই মর্মে বন্ড প্রদান করবেন যে, তিনি অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরত না আসলে ফেলোশিপ বাবদ গৃহীত সমুদয় অর্থ সরকারকে ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। উল্লিখিত সাক্ষীগণও এই মর্মে পৃথক বন্ড দাখিল করবেন যে, সংশ্লিষ্ট ফেলো অধ্যয়ন শেষে দেশে ফিরে ০২ বছর কর্মজীবন অতিবাহিত না করলে তারা যৌথভাবে ৫,০০,০০০.০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা সরকারকে প্রদান করতে বাধ্য থাকবেন। উল্লেখ্য, ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরত না আসলে, প্রকল্প দপ্তর ফেলোশিপ প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত অর্থ আদায়ের জন্য Public Demands Recovery Act 1913 বা অন্য কোন প্রযোজ্য আইনে মামলা করতে পারবে।

১২) প্রকল্প দপ্তর, স্টিয়ারিং কমিটির অনুমোদন সাপেক্ষে ফেলোশিপপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের কাঙ্ক্ষিত অধ্যয়ন শেষে দেশে ফেরার বিষয়ে এবং অন্যান্য যে কোন বিষয়ে প্রকল্পের সঠিক বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে নতুন শর্ত সংযোজন করতে পারবে।

১৩) আবেদনকারী সরকারি কর্মকর্তা হলে চাকরি স্থায়ী হতে হবে এবং চাকরি স্থায়ী হওয়ার প্রমাণক (গেজেট নোটিফিকেশন) দাখিল করতে হবে।

১৪) আবেদনকারী সরকারি কর্মকর্তা হলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। আবেদন ফর্মের হার্ড কপির নির্ধারিত স্থানে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সুপারিশ সম্বলিত স্বাক্ষর থাকলেই নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করা হয়েছে মর্মে বিবেচিত হবে।

১৫) প্রাথমিক ভাবে এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে প্রাধান্য দেয়া হবে:
Economics, Public Policy, Public Management, Public Administration, Governance, Development Administration, Legal Studies, Peace and Conflict Studies, Environmental Issues, Global Issues, Global Warming, Climate Change, Disaster Management, Power and Energy, Development Economics, Social safety Net, Project Management, Financial Management, Business & Trade, Organizational Leadership, ICT Management, Performance Management, Issues related to Policy Consultancy and Social Policy Analysis, Women and Gender, Water and Maritime, Autism, Refuge and Migration, International Relation, Infrastructure, Health and Nutrition etc.

১৬) আবেদন পদ্ধতি:

১. আবেদনকারীকে নির্ধারিত ফরম এর মাধ্যমে আবেদন করতে হবে *(আবেদন ফরম গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর ওয়েব সাইট (www.giupmo.gov.bd) থেকে ডাউনলোড করতে হবে। ওয়েব সাইটে আবেদন ফরমের যে* ***MS Word Document (.docx)*** *ফাইল রয়েছে, সেটি একটি সুনির্দিষ্ট ফরম্যাটে*

প্রস্তুত করা হয়েছে। আবেদনকারীর তথ্যাদি স্বয়ংক্রিয়ভাবে (automatically) প্রকল্প দপ্তর কর্তৃক সংরক্ষণের জন্য উক্ত ফরম্যাটে আবেদনপত্র পূরণ করা বাধ্যতামূলক। কাজেই ওয়েবসাইটে আপলোডকৃত ফাইলটিই ডাউনলোড করে পূরণ করতে হবে এবং পূরণের পর আবেদনকারীর পূর্ণ ইংরেজি নাম দিয়ে ফাইলটির নাম পরিবর্তন (rename) করে নিম্নে বর্ণিত প্রযোজ্য ই-মেইল ঠিকানায় প্রেরণ করতে হবে।)

২. আবেদনকারীকে নিম্নে উল্লিখিত ই-মেইল ঠিকানা বরাবর আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্রের একটি কপি (সংযুক্ত দলিলাদিসহ) সরাসরি বা ডাকযোগে প্রেরণ করতে হবে। সরাসরি বা ডাকযোগে প্রেরণের ক্ষেত্রে আবেদন খামের উপর প্রার্থিত ফেলোশিপের ধরন (পিএইচডি/ মাস্টার্স) এবং কাঙ্ক্ষিত কোর্সের সেশন স্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে।

ক) পিএইচডি এর ক্ষেত্রে আবেদন প্রেরণের ই-মেইল ঠিকানা: pmfphd2019@gmail.com
খ) মাস্টার্স এর ক্ষেত্রে আবেদন প্রেরণের ই-মেইল ঠিকানা: pmfms2019@gmail.com

১৭) ফেলোশিপের আওতায় স্পন্সরকৃত অর্থের সর্বোচ্চ সীমা: চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীর কাঙ্ক্ষিত কোর্স সম্পন্ন করতে যে পরিমাণ অর্থই প্রয়োজন হোক না কেন, ফেলোশিপ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদেয় অর্থের সর্বমোট পরিমাণ মাস্টার্স কোর্সের ক্ষেত্রে ৬০ (ষাট) লক্ষ টাকা এবং পিএইচডি কোর্সের ক্ষেত্রে ২ (দুই) কোটি টাকার অধিক হবেনা। যদি চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত আবেদনকারীর কোর্সের ব্যয় উল্লিখিত সীমা অতিক্রম করে, সেক্ষেত্রে তাঁকে ফেলোশিপ অফার এই শর্তে গ্রহণ (accept) করতে হবে যে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রদেয় বাধ্যতামূলক ব্যয় (যেমন টিউশন ফি, বেঞ্চ ফি ইত্যাদি) সরাসরি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে প্রেরণ করার পর উক্ত ফেলো'র জীবনধারণ ভাতা (living allowance) সহ অন্যান্য ভাতার পরিমাণ কমিয়ে সর্বোচ্চ আর্থিক সীমার বাধ্যবাধকতা নিশ্চিত করা হবে।

১৮) অনলাইন ও সরাসরি বা ডাকযোগে আবেদনের শেষ সময়:

ক) ৩১ মার্চ ২০১৯, বাংলাদেশ স্থানীয় সময় বিকেল ০৫.০০ টা।

খ) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আবেদনের সফট কপি (২১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংলগ্নীসমূহ সহ) প্রযোজ্য ই-মেইল ঠিকানায় ও হার্ড কপি (২১ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংলগ্নীসমূহ সহ) নিম্নবর্ণিত ঠিকানায় (১৯ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত) পৌঁছাতে হবে। উভয় মাধ্যমে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে আবেদন না পাওয়া গেলে আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না।

১৯) ডাকযোগে আবেদনপত্র প্রেরণের ঠিকানা:

প্রকল্প পরিচালক
"টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্প
ও
মহাপরিচালক
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫

২০) ফেলোশিপের আওতায় প্রদেয় বিভিন্ন ভাতার হার এবং ফেলোশিপ সংক্রান্ত অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট এর ওয়েবসাইট (www.giupmo.gov.bd) এ রক্ষিত Frequently Asked Questions (FAQ) দেখার জন্য অনুরোধ করা হলো।

২১) আবেদনপত্রের সাথে নিম্নলিখিত দলিলাদি সংযুক্ত করতে হবেঃ

১. ই-মেইলে আবেদন ফরমের MS Word এবং PDF উভয় ভার্সন সংযুক্ত (attach) করতে হবে। MS Word ভার্সন প্রেরণের ক্ষেত্রে ১৬ (১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত পদ্ধতি আবশ্যিকভাবে অনুসরণ করতে

হবে। পূরণকৃত ফরমটি প্রিন্ট করে নির্ধারিত স্থানে স্বাক্ষরের পর স্ক্যান করে PDF ভার্সন তৈরী করে প্রেরণ করতে হবে।

২. Applicant's suitability for the scholarship, linkage of proposed research/ study with SDG implementation, future prospects of utilizing the knowledge acquired through this study program এবং professional experience উল্লেখ করে ইংরেজিতে অনধিক ১০০০ শব্দে 'Statement of Purpose (SoP)' দাখিল করতে হবে। উক্ত SoP এর কোন অংশেই আবেদনকারীর নাম ব্যবহার করা যাবেনা, তবে বর্তমান ও পূর্ববর্তী পদবি, কর্মস্থল ব্যবহার করা যাবে। [ই-মেইলে MS Word এবং PDF ভার্সন সংযুক্ত (attach) করতে হবে।];

৩. সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সপক্ষে প্রমাণক হিসেবে সার্টিফিকেট ও মার্কসিট/ ট্রান্সক্রিপ্ট এর কপি। [ই-মেইলে PDF ভার্সন সংযুক্ত (attach) করতে হবে];

৪. জাতীয় পরিচয় পত্র (National Identity Card-NID) [ই-মেইলে PDF ভার্সন সংযুক্ত (attach) করতে হবে];

৫. TOEFL iBT/ IELTS (Academic) পরীক্ষার ফলাফল এর কপি [ই-মেইলে PDF ভার্সন সংযুক্ত (attach) করতে হবে];

৬. বিশ্ববিদ্যালয়/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতে নিঃশর্ত এডমিশন অফার (পূর্ণকালীন) [Unconditional offer letter (full-time)] [ই-মেইলে PDF ভার্সন সংযুক্ত (attach) করতে হবে];

৭. অভিজ্ঞতার সনদ (শুধুমাত্র বেসরকারি আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে) [ই-মেইলে PDF ভার্সন সংযুক্ত (attach) করতে হবে];

৮. আবেদনকারীর সদ্য তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙিন ছবি (ই-মেইলে ছবির সফ্ট কপি সংযুক্ত (attach) করতে হবে এবং ডাকযোগে প্রেরিত আবেদনের হার্ডকপির প্রথম পাতার নির্ধারিত স্থানে স্ট্যাপলার পিন দিয়ে সংযুক্ত করতে হবে।)

২৬/৭/২০২১

(মোঃ আশরাফ উদ্দিন)
প্রকল্প পরিচালক
'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে জনপ্রশাসনের দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্প
ও
মহাপরিচালক
গভর্নেন্স ইনোভেশন ইউনিট
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
ফোন: +৮৮-০২-৫৫০২৯৪৪৪